বিষয়:- দাওয়াহ পরিচিত

নোট:- ০১

দাওয়াতের ক্ষেত্রে মিডিয়ার ভুমিকা

(মোঃ মারুফ**)**

ভুমিকা

তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশে আমাদের কর্মক্ষেত্র, শিল্পক্ষেত্র এবং জীবনযাত্রায় বিপ্লব সাধনের পাশাপাশি দ্বীন প্রচারের ক্ষেত্রেও অকল্পনীয় বিপ্লব সাধিত হয়েছে। প্রযুক্তির কল্যাণে আজ দাওয়াহ'র ক্ষেত্রে নতুন নতুন পন্থা উন্মোচিত হয়েছে। মহান আল্লাহ কর্তৃক নবী রাসুলগনের ওপর অর্পিত যে মহান দায়িত্বকে তারা উম্মতের জন্য ওয়ারিশ সুত্রে রেখে গিয়েছেন, তা স্বার্থকভাবে উম্মাহর নিকট পৌঁছে দেওয়ার পিছনে অভাবনীয় অবদান রেখে চলেছে আজকের প্রযুক্তি। বর্তমান প্রেক্ষাপটে সব ধরনের বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জকে সামনে রেখে প্রযুক্তিকে কুরআনি প্রক্রিয়ায় প্রক্রিয়া করে সমান তালে দাওয়াতের কাজকে এগিয়ে নেওয়াই হবে একজন প্রকৃত দায়ীর কাজ। মিডিয়া নির্ভর অপসাংস্কৃতির মোকাবেলায় দাওয়াহ'র কাজকে মিডিয়ার মাধ্যমে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেওয়া একজন দায়ী হিসাবে আমাদের সকলের কর্তব্য।

মিডিয়ার পরিচয়

"মিডিয়া" কথাটি বলতেই সাধারণ অর্থে আমরা এমন কিছুকে বুঝি যা হবে ইন্টারনেট ভিত্তিক কোন বার্তা পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যম। হোক তা অডিও, ভিডিও কিংবা লিখিত কন্টেন্টরুপে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে "মিডিয়া" শব্দটিকে সজ্ঞায়িত করা হয় এভাবে:- "মিডিয়া দ্বারা যোগাযোগের সমস্ত ধরনের পন্থাকে বোঝানো হয়, যেগুলির সাহায্যে কোন বার্তার স্থানান্তর সম্ভব। এগুলি প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম হতে পারে"। সুতরাং একজন ডাক পিয়নও মিডিয়ার এই সজ্ঞায় সজ্ঞায়িত হবেন। অতিত থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত যুগের পরিক্রমায় অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী মানবসমাজ মিডিয়াকে উন্নত থেকে উন্নততর রুপে রুপান্তরিত করেছে। প্রাচীনকালের মিডিয়াগুলো আজকে আমাদের সামনে ইতিহাস। বর্তমানে আমরা কোন বার্তাকে স্বার্থক উপায়ে অতি অল্প পরিশ্রমের মাধ্যমে তুলনামুলক সংখ্যাধিক মানুষের নিকট পৌঁছে দেওয়ার হাতিয়ার হিসেবে মিডিয়াকে ব্যাবহার করে থাকি। অতএব দাওয়াহ এবং তাবলীগে দ্বীনের প্রচার প্রসারের জন্য মিডিয়া হলো একটি স্বার্থক, সহজলভ্য, যুগোপযোগী পন্থা।

দাওয়াহ'র ক্ষেত্রে মিডিয়া ব্যবহারের যৌক্তিকতা

সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে দাওয়াহ'র ক্ষেত্রে মিডিয়ায় যৌক্তিকতার ব্যাপারে একজন দায়ীর কোন প্রশ্নই থাকতে পারেনা। কেননা দ্বীন প্রচারের ক্ষেত্রকে অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী উন্নত করা একজন প্রকৃত দায়ীর কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।

(১) মুসলিম হিসাবে আমরা পবিত্র কোরআন কারিমে দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাই হযরত ইবরাহীম আঃ তার স্বজাতিকে দাওয়াত দেওয়ার সময় চদ্র এবং সূর্যকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন هذا ربي অর্থাৎ এটাই আমার প্রভু। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এটাকে শিরক মনে হলেও মুলতে এটা ছিলো তার দাওয়াতের কৌশল। কেননা তখন মানুষ কঠিনভাবে মূর্তিপূজার মাঝে লিপ্ত ছিলো। তাদেরকে প্রথমবারেই প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করানো ছিলো অসম্ভব। ফলে ইবরাহীম আঃ হেকমতের পন্থায় খোদায়ী পয়গামকে সকলের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন।

(১) হযরত মুসা আঃ এর সময়ে যাদুবিদ্যার অত্যন্ত প্রভাব ছিলো। যাদুকরদেরকে অলৌকিক শক্তির অধিকারী মনে করা হতো। ঠিক তখনই মহান আল্লাহ তায়ালা সমসাময়িক প্রেক্ষাপটকে মোকাবিলা করার জন্য মুসা আঃ এমন কিছু মোজিজা দান করলেন যার নিকট সকল যাদুবিদ্যা বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হলো এবং ফলশ্রুতিতে যাদুকরেরা ঈমানদারে পরিণত হয়েছছিলো।

(৩) আরব জাতির একটি বৈশিষ্ট্য হলো তারা ছিলো বাগ্মী। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি সাহিত্যিক তখন আরবে ছিলো। তারা তাদের বাকপটুতার জ্ঞানে বিশ্বকে জয় করেছিলো। যার প্রমান বহন করে "সাবআ আল মুআল্লাকা" এই সাহিত্যমুখর আরবে মহান আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মদ সঃ কে এমন এক সাহিত্যের খনি দিয়ে পাঠালেন যার মোকাবিলায় সকল সাহিত্য পন্ড হয়েছিলো। সুতরাং উপরে আলোচিত বিষয়গুলো থেকে একথা স্পষ্ট যে ধরার বুকে দাওয়াতের মিশনকে যখন যে

বাধার মুখোমুখি হতে হয়েছে তার মোকাবিলায় আল্লাহ তায়ালা সময়োপযোগী সমাধান দিয়ে একেকজন দায়ীকে প্রেরণ করেছেস। বর্তমান প্রেক্ষাপটেও মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিধর্মী, ইহুদি, খ্রিস্টান এবং নাস্তিকদের প্রধান হাতিয়ার হলো প্রযুক্তি। কিন্তু আনন্দের বিষয় হলো প্রযুক্তির দোয়ার উন্মুক্ত। শুধুমাত্র কোন গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাই আমরা চাইলেই তাদের মোকাবিলায় প্রযুক্তিকে ইসলাম প্রচারে মিডিয়াকে সর্বোত্তম ব্যবহার করতে পারি। সুতরাং একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে বর্তমান যুগে একজন দায়ীর জন্য দ্বীন প্রচারের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হলো মিডিয়া।

দাওয়াহ'র ক্ষেত্রে মিডিয়ার ব্যবহার

একজন প্রকৃত দায়ী ইলাল্লাহ'র জন্য মিডিয়া ব্যবহারে কিছুটা সীমাবদ্ধতা আছে। সেই সকল সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে আজ মিডিয়ার প্রকৃত ব্যবহার করা হচ্ছে। যার মাধ্যমে আমাদের দাওয়াত মাশরিক থেকে মাগরিব ছড়িয়ে যাচ্ছে। আমরা একজন দায়ী হিসেবে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে মিডিয়ার সঠিক ব্যবহার (প্রপার ইউজ) করতে পারছি।

(১) ই-মেইল:- প্রায় প্রতিটি ইন্টরনেট ব্যবহারকারী ব্যক্তিগত ই-মেইল ব্যবহার করে থাকেন। বিভিন্ন প্রয়োজনে সে তার মেইল বক্স প্রতিনিয়ত খুলে থাকে। আবার আমাদের চারপাশের পরিচিত মানুষদের সবারই ই-মেইল ঠিকানা আমাদের জানা থাকে। এই সেই সুত্রে একজন দায়ী হিসাবে আমাদের দাওয়াতের মিশনকে তাদের নিকট হৃদয়গ্রাহী করে উপস্থাপন করতে পারছি।

(২) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম:- বর্তমানে স্যাটানিজমের প্রচারে অমানিশার অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হয়েছে আমাদের আলোকিত সমাজ এবং সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলো। ফলস্বরূপ অপসাংস্কৃতির বিষাক্ত ছোবল দিতে আমাদের আপাদমস্তকে কোথাও বাদ রাখেনি। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলোর এই কলুষতায় দুরারোগ্য ব্যাধির ন্যায় আমাদের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে অসভ্যতা। এমন মুহুর্তে মানবতার কল্যাণে একজন দায়ী হিসেবে আমাদের প্রত্যেকেই সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলোতে লেখালেখি, অডিও, ভিডিও বার্তার মাধ্যমে মানুষের হৃদয় ছুয়ে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। তবে ইসলামের দাওয়াতকে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে সবার নিকট হৃদয়গ্রহী করে তোলার জন্য আমাদের ভুমিকা থাকতে হবে আকাশচুম্বী। আরো অগ্রণী ভুমিকা পালন করতে হবে।

(৩) ব্লগ ওয়েবসাইট:- সাধারণত মানুষ কোন বিষয়ে জানার জন্য প্রথমেই গুগল অথবা ইউটিউবের মতো সাইটে লিখে সার্চ করে থাকে। এই পন্থাটাকে দাওয়াতের জন্য বেছে নেওয়ার ফলে সহজেই গ্রহনকারীর নিকট দাওয়াত পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। এর জন্য প্রতিনিয়ত দ্বীনি বিষয়ে লেখালেখির মাধ্যমে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বকে পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া খুবই সহজ। উপরোক্ত পন্থাগুলো ছাড়াও মিডিয়ার আরো অনেক শাখা প্রশাখা রয়েছে। প্রয়োজন অনুপাতে একজন দায়ীর জন্য প্রতিটি শাখায় বিচরণ করে দ্বীনের দাওয়াতী মিশনকে অগ্রগামী করা খুবই সহজ।

দাওয়াহ'র ক্ষেত্রে মিডিয়ার প্রয়োজনীয়তা

আমরা প্রথমেই আলোচনা করেছি মহান আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে খোদাদ্রোহী শক্তির মোকাবিলায় যুগোপযোগী পন্থা সহকারে দায়ী পাঠিয়েছেন। বর্তমান যুগেও বিধর্মীরা মিডিয়াকে তাদের মতাদর্শ প্রচারের হাতিয়ার বানিয়েছে। এই সঙ্কটময় মুহূর্তে আমরা প্রচীন মিডিয়ার ওপর নির্ভর করে বসে থাকলে ইসলাম পিছিয়ে যাবে। কোন মানুষ একবারে নাস্তিকে পরিণত হয়না। নাস্তিকতার বীজ বপনের আগেই ইসলামের দাওয়াত তার নিকট পৌঁছে দিতে পারলে তাকে পদস্খলন থেকে রক্ষা করা সম্ভব। আর এই কাজ সম্পাদন একমাত্র মিডিয়ার কল্যাণেই সম্ভব। ইসলামি শরীয়তের মুলনীতি অনুযায়ী ফরজের পালনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করাও ফরজ। সুতরাং সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে দ্বীন প্রচারে মিডিয়ার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। যে অনুপাতে স্যাটানিজমের প্রচার মিডিয়ায় চলছে, মিডিয়ার ব্যবহার ছাড়া তার মোকাবিলা অসম্ভব।

উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনার পর আর সন্দেহের অবকাশ থাকেনা যে আজকের আধুনিক বিশ্বে দাওয়াত পৌঁছানোর সবচেয়ে বড় বাহন হলো মিডিয়া। যার মাধ্যমে মুহূর্তেই একটি দাওয়াতী বার্তা গ্রহনকারীর দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। দায়ী

হিসেবে আমাদের প্রত্যেকের মিডিয়ার উত্তম ব্যবহার করার মাধ্যমে দাওয়াহ'র কাজকে এগিয়ে নেওয়া, চেষ্টা সাধনা করা একান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য।